আলমডাঙ্গায় সরকারি জমি দখলে মরিয়া জালিয়াত চক্র

তানভির সোহেল,আলমডাঙ্গা
আলমডাঙ্গার ব্যায়ামাগারসহ বেশ কয়েকটি জায়গা আত্মসাত করতে মাঠে নেমেছে জালিয়াত চক্র। ইতিপূর্বে আলমডাঙ্গা শহরের কয়েক হাজার কোটি টাকার অর্পিত সম্পত্তি আত্মসাত করতে মাঠে নামে জালিয়াত চক্র।
এখন তা নিজেদের আয়ত্বে নিতে জালিয়াত চক্র তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। জানা গেছে, আলমডাঙ্গা ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠিত হয় ৮০ দশকে। ওই সময় জমির মালিকের নিকট থেকে জমি কিনে ব্যায়ামাগারের প্রয়াত পরিচালক ইসলাম খানের উদ্যোগে আলমডাঙ্গা ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকারি অর্থেই ব্যায়ামাগারের নিজস্ব জমিতে ভবন নির্মিত হয়।
এই ব্যায়ামাগারের শিক্ষার্থিরা জাতীয় প্রতিযোগিতা ছাড়াও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সাফাল্য লাভ করে জেলার মুখ উজ্জ্বল করেছে বিভিন্ন সময়। ব্যায়ামাগারটি রেজিস্ট্রেশন না থাকলেও এটাকে আলমডাঙ্গাবাসি তাদের জাতীয় সম্পদ হিসেবেই মানেন। আজ এত বছর পর এই ব্যায়ামাগারের জমিও আত্মসাত করতে জালিয়াত চক্র তৎপরতা শুরু করেছে।
একই চক্র মাঠে নেমেছে অবৈধভাবে অন্যের সম্পত্তি আত্মসাত করতে। ইতোমধ্যেই এ চক্রের কয়েকজন প্রকাশ্যে মাঠে নেমেছে। গিরিধারী লাল মোদীর কর্মচারি সুশীল কুমার শহরের এক অসৎ দলিল লেখক কাম ভুমি পরিমাপকারি সুধাংশু কুমারের নেতৃত্বে এ চক্রটি তাদের ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করছে। শহরে জমিজমা সংক্রান্ত যত দুর্নীতি ও অশান্তি বিরাজ করছে, তার অধিকাংশের পেছনে রয়েছে ধুরন্ধর এই দলিল লেখকের হাত রয়েছে বলে সচেতন মহল মন্তব্য করেছেন।
স্খানীয় সুত্রে জানা যায়, আলমডাঙ্গা হাইরোডে রাম প্রসাদ আগরওয়ালা নামের এক ব্যক্তির একটি দুইতলা বাড়ি রয়েছে। এ বাড়ির সাথে রয়েছে বেশ প্রশস্ত এক খন্ড জমি। জমিসহ বাড়িটি প্রাচীরঘেরা। রাম বাবু প্রয়াত হয়েছেন অনেক আগে। তার ছেলে কানাডা প্রবাসী। দেশে আসেন না বললেই চলে। তাদের বাড়ির পেছনে গোবিন্দপুর গ্রামের মকবুল হোসেন বিশ্বাস ও রহমতুল্লাহ বিশ্বাসের ৩০ শতক জমি রয়েছে। আলমডাঙ্গা উপজেলা যখন লাল্টুর প্রতাবে প্রকম্পিত সে সময় লাল্টু বাহিনির কয়েকজন সন্ত্রাসীকে ভাড়া করে গোবিন্দপুর গ্রামের দুই ভাইয়ের কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তি জোর করে দখল করে নেওয়া হয়।

তাদের বাড়ি ঘর, জমি জমা, ব্যবসা বাণিজ্য ফেলে রাতারাতি দেশ ছেড়ে ভারতে পাড়ি জমান। এরাই ছিলেন আলমডাঙ্গা শহরের সবচে’ ধনাঢ্য। তাদের সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি ও পরবর্তীতে অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে রাষ্ট্র অধিগ্রহণ করে। ওই সম্পত্তি কেউ কেউ বিনিময় করতে পারেন। অনেক সম্পত্তি অনেকেই জাল করে ভোগ দখল করছে। সরকারীভাবে অনেক সম্পত্তি (ক তফসিলভুক্ত) লিজ প্রদান করেছেন। এখনও অনেক সম্পত্তি পতিত পড়ে রয়েছে।
অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন পাশ করা হলে ওই অর্পিত সম্পত্তির পূর্ব মালিকের বংশধরদের সুযোগ সৃষ্টি হয়। আলমডাঙ্গার কিছু প্রভাবশালী চক্র উৎসাহিত হয়ে উঠে। তারা অর্পিত সম্পত্তির পূর্ব মালিকের বংশধরদের সাথে যোগাযোগ করে। অল্প টাকায় তারা কৌশলে ওই কয়েক হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি হস্তগত করে লাভবান হতে চায়। ভারতীয় রাগরিক পুরুষোত্তম পাডিয়া ও রাজারাম পাডিয়াকে আলমডাঙ্গা পৌরসভায় অবৈধভাবে নাগরিক বানায়।
অথচ, দিল্লির জিবি রোডের সুরেখা বিল্ডিংয়ে অনুপ সেলস এন্টারপ্রাইজের মালিক পুরুষোত্তম পাডিয়া ও তার অপর ভাই কলকাতার ২৫/১ সেন্ট্রাল রোডের অনুপ সেল্স এন্টারপ্রাইজের কর্নধার রাজারাম পাডিয়া। সম্পূর্ণ মিথ্যা তথ্য দিয়ে তারা ভোটার হয়েছেন। ভারতের বিখ্যাত দুই ব্যবসায়ী হওয়া সত্বেও তারা ভোটার আবেদনপত্রে নিজেদেরকে আলমডাঙ্গার বেসরকারী চাকুরিজীবী হিসেবে মিথ্যা তথ্য দিয়েছে।

গাংনীতে স্যানেটারী ইন্সপেক্টর মশিউরের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ

আক্তারুজ্জামান, গাংনী
গাংনী উপজেলা স্যানেটারী ইন্সপেক্টর মশিউর রহমানের বিরুদ্ধে অনিয়মতান্ত্রিক কার্যকলাপের অভিযোগ উঠেছে। বিভিন্ন দোকানে কর্মচারীদের স্বাস্থ্য সনদ দেয়ার নামে টাকা আদায় ছাড়াও হোটেল রেস্তোরা থেকে অনৈতিক সুবিধা নিচ্ছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। স্বাস্থ্য সনদ দেয়ার ব্যাপারে টাকা নেয়ার কথা স্বীকার করেছেন স্যানেটারী ইন্সপেক্টর মশিউর। কর্তৃপক্ষ বলছে, বিষয়টি খতিয়ে দেখে

ব্যবস্থা নেয়া হবে।
হেমায়েতপুর বাজার কমিটির সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেন জানান, ২০১৯ সালে বাজারের মুদি ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে শিশুখাদ্য বিপনন ও স্বাস্থ্য সনদ দেয়ার নাম করে ১৩ জন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে টাকা নেন স্যানেটারী ইন্সপেক্টর মশিউর। অদ্যাবদী কোন সনদপত্র প্রদান করেন নি। বছর বছর নবায়নের জন্যও টাকা নেন। একই অবস্থা বামন্দী বাজারে। কয়েকজন ব্যবসায়ী জানান, ৬৫ জন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে স্বাস্থ্য সনদ দেয়ার নামে টাকা উত্তোলন করেছেন। অথচ কোন কাগজপত্র প্রদান করেন নি।
গাংনীর বিভিন্ন হোটেল রেস্তোরা মালিকদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, স্যানেটারী ইন্সপেক্টর মশিউর গেল দু বছরে কারো স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য বলেন নি আবার কোন স্বাস্থ্য সনদ দেন নি। স্যানেটারী ইন্সপেক্টর হাটবাজারে প্রকাশ্যে যৌণ উত্তেজন ওষুধসহ নানা ধরনের জিবন রক্ষাকারী ওষুধসহ ভেজাল খাদ্যদ্রব্য বিক্রি হলেও সেদিকে খেয়াল করেন না।
হাসপাতাল সুত্রে জানা গেছে, হোটেল রেস্তোরাতে কর্মরত সকলকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য স্যানেটারী ইন্সপেক্টর চিঠি দেবেন এবং সে অনুযায়ী সিভিল সার্জন অফিস থেকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে ফিটনেস সনদ দেয়া হবে। কারো কাছ থেকে টাকা নিয়ে স্বাস্থ্য সনদ দেয়ার নিয়ম নেই।
এ ব্যাপারে গাংনী উপজেলা স্যানেটারী ইন্সপেক্টর মশিউর রহমান জানান, তিনি সনদ দেয়ার নামে টাকা নিয়েছেন কিন্তু সনদ দেয়া হয়নি। গাংনী উপজেলায় ৩১০ টি দোকান রয়েছে। এদের প্রতিবছরই ফিটনেস নবায়ন করা লাগে। এ সনদ নবায়নে নেয়া হয় ২১০ টাকা। তবে যাদের সনদ দেয়া হয়নি তাদের নসদ দেয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।
এ ব্যাপারে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার হামিদুল ইসলাম জানান, বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

জাতীয় শপথ দিবস ঘোষণার দাবী

রফিকুল আলম:
চরম বিশ্বাসঘাতকার মধ্য দিয়ে নবাব সিরাজউদ্দৌলার হাত থেকে

তাই এই সরকারের কাছে জনগণের দাবী ১৭ এপ্রিলকে রাষ্ট্রীয় ভাবে ”জাতীয় শপথ দিবস” ঘোষনা করা হউক। যেহেতু ১৭ এপিলের ইতিহাস কোন দল বা গোষ্ঠির একক ইতিহাস নয় তাই যে রাজনৈতিক দল জনগণের ভোটের রায় নিয়ে নির্বাচিত হয়ে সরকার গঠন করবে, তাঁরা ক্ষমতায় বসার পূর্বে এই মুজিবনগরে এসে শপথ নিতে হবে। আর বছরে কমপক্ষে ৩টি মন্ত্রী পরিষদের সভা মুজিবনগরে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলে জনগণ ও আগামী প্রজন্ম বুঝবে ১৭ এপ্রিল কি আর মুজিবনগরই বা কি? আারো বুঝতে পারবে সেই মহান নেতা বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে যাঁর নেতৃত্বে এদেশ হয়েছে স্বাধীন। তাছাড়া মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ জনগণ বাংলাদেশ টেলিভিশনে জাতীয় সংবাদ প্রচারিত হওয়ার আগে জাতীয় স্মৃতি সৌধের পাশাপাশি মুজিবনগরে অবস্থিত স্মৃতি সৌধটিও দেখতে চায়। বাংলাদেশ সরকার প্রধান জননেত্রী শেখ হাসিনা মুজিবনগর দিবসে ১৭ এপ্রিলকে জাতীয় শপথ দিবস হিসাবে ঘোষনা দেবেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

গবেষণায় প্রকাশিত; করোনা বায়ুবাহিত রোগ

লালা বা ড্রপলেটের তুলনায় বাতাসের মাধ্যমেই করোনাভাইরাস ছড়ায় অনেক বেশি। বিশ্বখ্যাত চিকিৎসা সাময়িকী ল্যানসেটে প্রকাশিত এক নিবন্ধে এই তথ্য জানিয়েছেন একদল গবেষক।

সার্স-কোভ-২ ভাইরাস, বা করোনাভাইরাসের ছড়ানো নিয়ে সম্প্রতি গবেষণা করেছেন যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার ছয় জন গবেষকের একটি দল। দলের অন্যতম সদস্য যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো বৌল্ডার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং কো অপারেটিভ ইনস্টিটিউট ফর রিসার্চ ইন এনভায়ার্নমেন্টাল সায়েন্সের (সিআইআরইএস) রসায়নবিদ জস লুইস জিমেনেজ, ‘আমাদের গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য বলছে, লালা বা ড্রপলেটের তুলনায় বাতাসে এই ভাইরাসটি অনেক দ্রুত ও অবাধে ছড়ায়।’

জিমেনেজ বলেন, ‘আমাদের মতে, করোনাভাইরাস ছড়ানোর বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও বিভিন্ন দেশের সরকারি স্বাস্থ্য সেবা

কর্তৃপক্ষ যে ব্যাখ্যা দিয়েছে, তাতে অবিলম্বে এই তথ্যটি অন্তর্ভূক্ত করা উচিত এবং কিভাবে ভাইরাসটির বায়ুবাহিত সংক্রমণ কমানো যায়— এ ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া উচিত।’
গবেষক দলের সদস্যরা তাদের নিবন্ধে আরো বলেছেন, করোনায় আক্রান্ত মৃদু উপসর্গের রোগী অর্থাৎ যাদের ঘন ঘন হাঁচি বা কাশির মতো উপসর্গ নেই—তারা ভাইরাসটি ছড়ানোর ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান ভূমিকা রাখেন। বিশ্বজুড়ে মোট সংক্রমণের অন্তত ৪০ শতাংশ ঘটেছে এই মৃদু উপসর্গের রোগীদের কারণে।

বাতাসে এই ভাইরাসটির সংক্রমণের হার এত বেশি যে, হোটেলে পাশাপাশি কক্ষে থাকা লোকজন একে অপরের কাছাকাছি না এলেও শুধু বায়ুবাহিত কারণে এই ভাইরাসটি এক কক্ষ থেকে অপর কক্ষে থাকা লোকজনের দেহে প্রবেশ করতে সক্ষম।

করোনা মহামারির শুরুর দিকে বিশেষজ্ঞদের একাংশ যদিও বলেছিলেন, লালা বা থুথুর (ড্রপলেট) মাধ্যমে এই ভাইরাসটি ব্যপকভাবে ছড়ায়, তবে সাম্প্রতিক গবেষণায় এর পক্ষে তেমন জোরালো প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছেন এই গবেষক দলের সদস্যরা।

গবেষকদলের প্রধান ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ট্রিশ গ্রিনহালফ বলেন, ‘মহামারির শুরু থেকেই ঘন ঘন হাতধোওয়া এবং আশপাশের পরিবেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারটিতে জোর দেওয়া হচ্ছে। এগুলো গুরুত্বপূর্ণ, তবে তারচেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই রোগের বায়ুবাহিত সংক্রমণ রোধে কার্যকর উপায় বের করা।’
‘কারণ বায়ুবাহিত হওয়ার কারণে এ রোগে আক্রান্ত রোগীর থেকে দূরে থাকা স্বত্বেও তার দ্বারা আক্রান্ত হতে পারেন যে কোনো সুস্থ মানুষ। এমনকি বাসায় অবস্থান করেও করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন এমন বেশ কিছু নজির আমরা পেয়েছি। এ কারণে আমরা বলব, বাইরে বেরোনোর সময় তো বটেই, ঘরে অবস্থান করার সময়ও যতক্ষণ সম্ভব মাস্ক পরে থাকা উচিত।’

গবেষক দলের সদস্য যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া সান ডিয়াগো বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবানুবিশেষজ্ঞ কিমবার্লি প্রাথার বলেন, ‘আমরা যেহেতু জানতে পেরেছি, এই ভাইরাসটি প্রধানত বায়ুবাহিত, এখন সেটিকে আমরা সেইভাবে মোকাবিলাও করতে পারব। বিভিন্ন দেশ শুরু থেকেই এভাবে ভাইরাসটি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছে এবং অনেকটা সফলও হয়েছে। আমরা তাদের অনুসরণ করতে পারি।’

সূত্র : এনডিটিভি

১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল ও মুজিব নগর সরকার - একটি সাক্ষাৎকার

আজ ঐতিহাসিক সতেরই এপ্রিল। ১৯৭১ সালের ঠিক এই দিনে মেহেরপুর মহকুমাধীন বৈদ্যনাথতলায় আম্রকাননে বাংলাদেশের মুক্তিপাগল সাড়ে সাত কোটি মানুষের স্বাধীনতা-সনদ ঘোষণা করা হয়।

১৭৫৭ সালে পলাশীর এক আম্রকাননে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তে বাংলার স্বাধীনতা সুর্য অস্ত যায়। আবার ১৯৭১ সালের এই দিনে বৈদ্যনাথতলায় আর এক আম্রকাননে স্বাধীনতার রক্তেভেজা সনদ ঘোষিত হয়। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আশীর্বাদপুষ্ট পাকিস্তানী বাহিনীর বর্বর আক্রমনের মুখে এক রক্তভেজা দিনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়। দশ সহস্রাধিক মানুষের গণবিদারী শ্লোগান, বিপুল করতালি আর উল্লাসের মাঝে এই স্বাধীনতা সনদটি পাঠ করেন আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির তদানীন্তন চীফ হুইপ অধ্যাপক ইউসুফ আলী (পরে শিক্ষামন্ত্রী)।

অধ্যাপক ইউসুফ আলী ১৯৭২ সালের ১৭ই এপ্রিল মুজিব নগর দিবস উপলক্ষ্যে দৈনিক বাংলায় একটি সাক্ষাৎকার প্রদান করেন যা ১৯৭২ সালের ১৭ এপ্রিলে প্রকাশিত হয়। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন শওকত আনোয়ার। সাক্ষাৎকারটি অবিকল উপস্থাপন করা হল :

“১৬ই এপ্রিল। উনিশশো একাত্তর সাল। রাত দশটা। মুজিব নগরে একটি বাড়ীতে বসে আছি। সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেব হঠাৎ এসে উপস্থিত। এসেই বললেন- কালকে তোমাকেই স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করতে হবে। এটা আমাদের সিদ্ধান্ত। তৈরী থেকো। অপেক্ষা করলেন না। সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেব চলে গেলেন। আমি চমকে উঠলাম। সাড়ে সাত কোটি মুক্তিপাগল বাঙালীর স্বাধীনতার ঘোষণা আনুষ্ঠানিকভাবে আমিই পাঠ করবো? একদিকে শংকা ও ভয়। অন্যদিকে অপ্রত্যাশিত আনন্দ। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেছি - আগামীকাল একথা বিশ্বে ছড়িয়ে

পড়ার সাথে সাথে দখলদার পাক বাহিনী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে। প্রতিশোধ নিতে চাইবে। তখনো আমার মা, স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন দিনাজপুরে আছে বলেই শুনেছি। তবে কেমন ও কি অবস্থায় আছে জানিনা। তাই ভয়-দস্যু বর্বর বাহিনী ক্ষেপে গিয়ে তাদেও উপরই প্রতিশোধ নিতে পারে। সাথে সাথে মনে এক অনাস্বাদিত অনুভূতি- বিশ্বে কজনার ভাগ্যে এ সুযোগ আসে? একটি নতুন জাতির স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠের গৌরব এতো আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

কথা কটি বললেন অধ্যাপক ইউসুফ আলী। এখন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী। গত বছর ঠিক এই ১৭ই এপ্রিল বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে তাঁরই কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঐতিহাসিক ঘোষণা। ঘরোয়া পারিবেশে গত শনিবার রাতে তাঁরই সাক্ষাৎকার নিচ্ছিলাম।

অধ্যাপক ইউসুফ আলী বললেন, বিশ্বাস করুন সেদিন রাতে ভালো ঘুম হয়নি। একটা অস্থিরতা আমাকে পেয়ে বসে। মনে আসে নানা কথা। নানা স্মৃতি এসে ভীড় করছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হতে যাচ্ছে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু আজ কোথায়? কেমন আছেন? আদৌ বেঁচে আছেন কিনা? তিনি এখন আমাদের মাঝে নেই- একথা বিশ্বাস হতে চায় না। তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত প্রতিটি নির্দেশ কানে বাজছে। মনে হল, এইতো বঙ্গবন্ধু কাছেই আছেন। পাশের ঘরেই হয়তো ডাক পড়বে। নির্জন কক্ষে শুয়ে আছি। চোখে ঘুম নেই। প্রতিটি মুহুর্তই একটি নতুন অনুভূতি। কতকগুলো মুখ আমার চোখের সামনে ভাসছে। মা, স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে, ভাই, বোন। ভাসছে গ্রামের মানুষের মুখ। বাংলাদেশের মানুষের মুখ আমি দেখতে পাচ্ছি। স্মৃতির উত্তাপ বাড়ছে। বাড়ছে অস্থিরতা। সত্যি কথা বলতে কি, সেদিনের কথা ভাবতে গেলেই আমি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ি। হয়তো এ আমার দুর্বলতা। হয়তো নয়। কিন্তু এ আমার জীবনের মধুরতম স্মৃতি।

সাক্ষাৎকারের এখানে কিছুক্ষণ বিরতি। স্মৃতির রথে চড়ে অধ্যাপক ইউসুফ আলী ফিরে গেছেন একটি বছর পিছনে। হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে হেসে ফেলেন।

জানেন, পরদিন সকালে উঠেই কি বিপদে পড়েছিলাম। আমার পরনে তো লুঙ্গি আর পাঞ্জাবী। তাও ধোয়া নয়। সাথে দ্বিতীয় কোন কাপড় নেই। এখন উপায়? সভায় কি পরে যাব? ছুটলাম কামরুজ্জামান সাহেবের (মন্ত্রী) আস্তানায়। আমার অবস্থা শুনে তাঁর মুখেও ম্লান হাসি। বললেন, এক সেট পাজামা-পাঞ্জাবী আছে। কিন্তু মানাবে কিনা। বললাম, তাই সই। বেঢক সেই পাজামা-পাঞ্জাবীই পড়ে নিলাম। আর এমনই ভাগ্য-

পাঞ্জাবীর দুটো পকেটই ছেঁড়া। সাত-আটদিন সেভ করিনি। খোঁচা খোঁচা দাড়ি। পরে দেখলাম অন্যদের অবস্থাও প্রায় এক।

অধ্যাপক ইউসুফ আলী বলে চলেন, ১৭ই এপ্রিল বেলা দশটার দিকে আমরা গাড়ীতে মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় পৌঁছি। সুদৃশ্য আম্রকাননে বিরাট মঞ্চ। মঞ্চের উপর দুটো টেবিল। সাতখানা চেয়ার পাতা রয়েছে। মঞ্চের তিনপাশে কয়েকশো চেয়ার ও বেঞ্চ। মঞ্চের ঠিক সামনে কিছুটা জায়গা চাদর বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। একপাশে এমএনএ ও এমপিএগণ, একপাশে দেশী- বিদেশী সাংবাদিক ও প্রেস ফটোগ্রাফার আর সামনে কয়েক হাজার মানুষ।

বৈদ্যনাথতলা বর্ডার আউটপোস্টে আমরা চা-বিস্কুট খেয়ে নিলাম। আমাদের সশস্ত্র জোয়ানবাহিনী ও আওয়ামী লীগ কর্মীরাই এর ব্যবস্থা করেছেন। কয়েকজন বাঙালী তরুণ সিভিল অফিসারকেও দেখলাম। তাদের মাঝে দুজনের নাম এখনো মনে আছে- তৌফিক-ই-এলাহী ও ক্যাপ্টেন মাহবুবউদ্দীন।

চা পানের মধ্যেই আমাদের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্বাধীনতার ঐতিহাসিক ঘোষণাপত্রটি আমার হাতে দিলেন। আর বললেন, এটি এক্ষুণি বাংলায় অনুবাদ করে নাও। দেখলাম ঘোষণাটি ইংরেজীতে টাইপ করা। তখন হাতে একদম সময় নেই। সবাই একে একে আম্রকানন মঞ্চের দিকে চলে গেলেন। আমি ও বরিশালের এমপিএ জনাব নুরুল ইসলাম ঘোষণাটি বাংলায় অনুবাদ করছি। অনুবাদ কেমন হচ্ছে খেয়াল নেই। সময়ের দিকেই লক্ষ্য। সময় যে দ্রুত বয়ে যাচ্ছে। বেশী দেরী করা চলবে না। একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠান শেষ করতেই হবে।

এমন সময় ছাত্রনেতা আ. স. ম. আবদুর রব দৌড়ে এসে আমাকে বললো, স্যার, জাতীয় সঙ্গীত তো কেউ গাইতে জানে না। আপনাকেই গাইতে হবে।

আমি কয়েকটি ছেলেকে নিয়ে আসতে বললাম। আবদুর রব আবার দৌড়ে গিয়ে চার-পাঁচজন ছেলেকে এনে আমার সামনে উপস্থিত করল। বিনা হারমোনিয়ামেই ওদের নিয়ে তক্ষুণি বসে গেলাম। একটি কাগজে ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি’- গানের প্রথম আট লাইন লিখে ওদের হাতে দিলাম; যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সুরটা তুলে ওদেরকে প্রস্তুত করে নিলাম। পরে বললাম, জাতীয় সঙ্গীতের পরই আমার ঘোষণা পাঠ থাকবে। তাই তোমাদেরই গাইতে হবে।

মঞ্চ থেকে পবিত্র কোরান পাঠের সুর এল। আমরা দ্রুত পায়ে সেখানে উপস্থিত হলাম। অনুবাদ কপিতে যথেষ্ঠ কাটাছেড়া রয়েছে। কিন্তু ভাল করে লেখার তখন আর অবকাশ নেই।

মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোস্তাক আহমদ, মন্ত্রিপরিষদের সদস্য জনাব মোহাম্মদ মনসুর আলী ও জনাব এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান। সবার ডানে রয়েছেন প্রধান সেনাপতি কর্নেল (এখন জেনারেল) আতাউল গনি ওসমানী।

কোরান তেলোয়াতের পর জাতীয় সঙ্গীত। সমবেত কণ্ঠে যখন ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি’ গানের সুর, তখন অলক্ষ্যে আমার চোখে অশ্রু। লক্ষ্য করে দেখলাম- সবার চোখই অশ্রুসিক্ত। সে এক অনন্য মুহুর্ত। অনাস্বাদিত উষ্ণ অনুভূতি।

সাক্ষাৎকারে অধ্যাপক ইউসুফ আলী আরও বলেন, এরপরই টাঙ্গাইলের এমএনএ (এখন স্বরাষ্টমন্ত্রী) জনাব আবদুল মান্নান স্বাধীনতার ঐতিহাসিক ঘোষণা পাঠ করতে আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন।

হঠাৎ একটি আশ্চর্য পরিবর্তন। এতক্ষণের ভয়-ভীতি, শংকা, আনন্দ, অস্থিরতা থেকে আমি মুক্ত। ধীর পদক্ষেপে মঞ্চে উঠলাম। অসংখ্য ক্যামেরা আমাকে ঘিরে রেখেছে। আমি স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করলাম। পাঠ শেষে ঘোষণাটি আমি অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেবের হাতে অর্পণ করি। তখন বেলা আনুমানিক এগারটা। মন্ত্রিপরিষদের সকলে আমার হাতে হাত মিলালেন। তখন তুমুল করতালি।

এরপরই অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম এক তেজদীপ্ত ভাষণ দেন। সবশেষে প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ দেশী ও বিদেশী সাংবাদিকদের উদ্দেশে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বৈদেশিক নীতির ব্যাখ্যা দেন। সাংবাদিকদেরও আগ্রহের যেন শেষ নেই।

হঠাৎ চারদিক থেকে হাজারো কণ্ঠে উচ্চারিত হল- ‘জয় বাংলা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জিন্দাবাদ’। শ্লোগান ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে আম্রকাননে। পড়ছে সমবেত সবার হৃদয়ে। সাগরের কল্লোল জাগে সবার প্রাণে। হৃদয়ের উষ্ণ আবেগে একে অন্যকে আলিঙ্গনে কাছে টেনে নিচ্ছে। একটা অব্যক্ত আনন্দ ও বেদনা গেঁথে আছে সকলের মনে। মাথার উপর মধ্যাহ্নের সুর্য যেন তখন আলোর স্পর্শে আমাদেরকে আশীর্বাদ করল। আমরা ধন্য হলাম।”

এটিই মুজিব নগর সরকারের ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিলের ইতিহাস। নতুন প্রজন্মের কাছে এভাবে অবিকল তুলে ধরতে হবে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস। এমন ইতিহাস শিশুতোষ পুস্তকে পাঠ্য হতে পারে, যাতে নতুন প্রজন্ম প্রকৃত ঘটনা প্রকৃত উৎস থেকে জানতে পারে। সময়ের সাথে নিজের

অবস্থানটা ঠিক রেখে লিখিত ইতিহাস, ইতিহাস হতে পারে না।

লেখক: মোহাম্মদ ওমর ফারুক দেওয়ান, প্রকল্প পরিচালক, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর।

আলমডাঙ্গায় আবারো পানের বোরজে ভয়াবহ অগ্নিকান্ড

আলমডাঙ্গায় ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে ৪ বিঘা পানের বোরজ পুড়ে ভস্কিভূত হয়েছে। শনিবার দুপুর ১ টার দিকে উপজেলার এনায়েতপুর উত্তরপাড়া মাঠে এ অগ্নিকান্ডের ঘটনাটি ঘটে। এ ঘটনায় ৪ বিঘা পানের বোরজে প্রায় ৫ লক্ষ টাকার ক্ষতির আশংকা করছে পান চাষিরা।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার বাড়াদি ইউনিয়নের এনায়েতপুর গ্রামের মৃত মুনছুর আলির ছেলে হাফিজুল, হামিদুল ও ফিরোজ আলির ছেলে রবিউল ইসলাম।

গত কয়েক বছর যাবৎ পান চাষ করে আসছে। গতকাল শনিবার দুপুর ১ টার দিকে এনায়েতপুর উত্তরপাড়ার মাঠে ভুট্টা গাছ পোড়াচ্ছিলো।

ভুট্টার আগুনের শিখা পান বরজে পড়লে তাতে আগুন লেগে যায়। চোখের পলকেই প্রায় ৪ বিঘা পানের বোরজ পুড়ে ভস্কিভূত হয়ে যায়। এ সময় আলমডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিসকে জানানো হলে তারা দ্রুত এসে জলন্ত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

এ অগ্নিকান্ডের ঘটনায় প্রায় ৫ লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানাযায়।

হেফাজতে ইসলাম জামাতে ইসলামীর বিটিম- ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবসে

হেফাজত ইসলাম জামাতে ইসলামের বি টিম বলে উল্লেখ করলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মাহবুব-উল আলম হানিফ। হেফাজতে ইসলামসহ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিরোধিতাকারীদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে প্রতিরোধ করার কথাও বললেন তিনি। আজ বেলা ১১ টার দিকে মেহেরপুরের ঐতিহাসিক মুজিবনগর আম্রকাননে মুজিবনগর দিবসের প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি উপরোক্ত কথাগুলো বলেন।

স্বল্প পরিসরে মুজিবনগর দিবস পালনের অংশ হিসেবে স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ শেষে ব্রিফিং করেন মাহবুব-উল আলম হানিফ।

এ সময় সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নির্বাচনী প্রচারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দরিদ্র তা নিয়ে যা বলেছেন সে বিষয়টি আমাদের বিবেচ্য বিষয় নয়। বাংলাদেশে যে গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে তাতে ২০৩১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হবে।

মাহাবুব উল আলম হানিফ আরো বলেন, হেফাজত, জামায়াত, বিএনপিএরা এক এবং অভিন্ন। হেফাজত জামায়াত বিএনপির বিটিম। এরা প্রত্যেকেই স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি। যারা হেফাজতে আছে তারা সংবিধানকে মানতে চাইনা, তারা জাতীয় সংঙ্গীত গাইতে চাইনা, তারা জাতীয় পতাকাকে সম্মান করতেও চাইনা। এগুলো বিএনপির নেতৃত্বে শক্ত দানা বেঁধেছে। ২০১৩ সালে যেভাবে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করে সাজা দিয়ে বিষ দাঁত ভেঙে দেওয়া হয়েছে, এই ধর্ম ব্যবসায়ী যারা রাষ্ট্রীয় সম্পদ নষ্ট করে এই দেশকে ব্যার্থ রাষ্ট্র হিসেবে পরিনত করতে চাই তাদেরকেও আমরা আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের দাঁত উপড়ে ফেলা হবে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামীলীগের যুগ্ম সম্পাদক মাহাবুব উল আলম হানিফ ।
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব-উল আলম হানিফ, সাংগঠনিক সম্পাদক আবু সাঈদ আল মাহমুদ স্বপন, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন দোদুল,মেহেরপুর-২ গাংনী আসনের সংসদ

সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক, মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ডঃ মনসুর আলম খান, পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলিস্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন।

পরে পুলিশ ও আনসারদের একটি চৌকস দল গার্ড অব অনার প্রদান করেন। গার্ড অফ অনার গ্রহণ শেষে মুজিবনগর আম্রকানন শেখ হাসিনা মঞ্চে প্রেসব্রিফিংয়ে অংশ নেন নেতৃবৃন্দ।

ভারতে ফের রেকর্ড, ২৪ ঘণ্টায় শনাক্ত ২ লাখ ৩৪ হাজার

ফের একদিনে করোনা শনাক্তের রেকর্ড ভাঙলো ভারতে। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশটিতে নতুন রোগী পাওয়া গেছে দুই লাখ ৩৪ হাজার ৬৯২ জন। একইসময়ে মারা গেছেন এক হাজার ৩৪১ জন। শনিবার (১৭ এপ্রিল) এ খবর দিয়েছে ভারতীয় গণমাধ্যম এনডিটিভি। এখন পর্যন্ত ভারতে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা এক কোটি ৪৫ লাখ ছাড়িয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ১১টি রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আজ এক বৈঠকে বসবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হর্ষবর্ধন। এদিকে মহারাষ্ট্রে নতুন রোগী পাওয়া গেছে ৬৩ হাজার ৭২৯ জন। দিল্লিতে এই সংখ্যা ১৯ হাজার ৪৮৬। বিভিন্ন রাজ্য এখনো ভ্যাকসিন সংকটের কথা জানাচ্ছে।

আরও পড়ুন:
বিশ্বে গত একদিনে করোনায় মৃত ১৩ হাজার, আক্রান্ত ৮ লাখ

এই সপ্তাহে কেন্দ্রীয় সরকার উচ্চ সংক্রমণশীল ১২টি রাজ্য চিহ্নিত করেছে। এগুলো হলো: মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, উত্তর প্রদেশ, ছত্তিশগড়, কর্ণাটক, কেরালা, তামিলনাড়ু, পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং রাজস্থান।

রাজ্যগুলোর মধ্যে দিল্লি, রাজস্থান, উত্তর প্রদেশে সাপ্তাহিক

ছুটির নিষেধাজ্ঞাগুলি ফিরে এসেছে। অন্যদিকে মহারাষ্ট্র এই সপ্তাহের শুরুতে ১৫ দিনের জন্য কঠোর নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করেছে।

মুজিবনগর দিবসে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা

আজ ১৭ এপ্রিল, ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে অনন্য এক দিন। দিবসটি উলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

শনিবার সকালে ধানমণ্ডি-৩২ এ প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে শ্রদ্ধা জানান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য মতিয়া চৌধুরী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ, আ ফ ম বাহাউদ্দীন নাছিম, আফজাল হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক আহমদ হোসেন, বিএম মোজাম্মেল হক, মির্জা আজম, শফিউল আলম চৌধুরী নাদেল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার আবদুস সবুর প্রমুখ।

ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনে আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিবসটি উপলক্ষ্যে পৃথক বাণী দিয়েছেন।

মেহেরপুরে নতুন করে আরো ১ জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে আরো ১ জনের শরীরে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। তিনি মেহেরপুর সদর উপজেলার বাসিন্দা। এ নিয়ে জেলায় কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত রয়েছেন বর্তমানে ৪৬ জন।
করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ায় হাত থেকে রক্ষা পেতে মাস্ক ব্যবহার করার আহ্বান জানাচ্ছে স্বাস্থ্য বিভাগ।
গতকাল শুক্রবার রাতে সিভিল সার্জন ডাক্তার নাসির উদ্দিন জানান, মেহেরপুরে নতুন করে ১ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। ১ জনই সদর উপজেলার বাসিন্দা।
এদিকে জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয়ের তথ্যমতে, মেহেরপুর সদর উপজেলায় ২০ জন, গাংনী উপজেলায় ১৮ ও মুজিবনগর উপজেলায় ৮ জনসহ বর্তমানে সর্বমোট ৪৬ জন করোনা রোগী রয়েছে।
এ পর্যন্ত জেলায় মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা ৬ হাজার ৩’শ ৭৮ টি। এদের মধ্যে এ পর্যন্ত জেলায় সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ৭৫০ জন বাড়ি ফিরেছে। এবং মৃত্যুবরণ করেছেন ১৮ জন।